প্রবাস জীবন : ভিন্ন বাস্তবতা

জামিল হাসান সুজন

শ্যামলা রং এর মেয়েটি বসেছিল সিডনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বাস স্টপেজে, অপেক্ষা করছে ৪০০ নং বাস ধরে বাসায় ফেরার জন্য। সে কাজ করে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স সার্ভিস কোম্পানীতে, পদবী এয়ারলাইন্স সার্ভিস অপারেটর। শুনেই মনে হচ্ছে বিশাল কিছু, কিন্তু আসলে সে করে ক্লিনারের কাজ। বিমানের ভেতরে সিট, টয়লেট, যাত্রীদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করাই তার মূল কাজ। প্রচন্ড ক্লান্তি, অবসাদ আর গ্লানি নিয়ে নিত্যদিন সে বাসায় ফেরে আর মনে মনে বলে : ভাল লাগেনা এ জীবন।

স্বদেশের মাটিতে বসে আমাদের চোখের সামনে বিদেশের যে চিত্রটি ভেসে উঠে তা হল সুন্দর ছিমছাম পরিপাটি ফল ফুল সুশোভিত গাড়ি বাড়ি ধন সম্পদ সমৃদ্ধ সুখী সুন্দর চমৎকার একটি জীবন, যেখানে নেই কোন দুঃখ কষ্ট আর না পাওয়ার বেদনা। এই কল্পনাকে সামনে রেখে প্রচুর মানুষ বিদেশে এসেছে এবং এখনও আসার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বিদেশে আসার পর স্বপ্নভঙ্গ হয়, চরম হতাশা গ্রাস করে কিন্তু চট করে ফিরে যাওয়ার উপায় থাকেনা। আমি যেহেতু সিডনী শহরে থাকি এখানকার যতটুকু জীবন দেখেছি তা নিয়েই কথা বলব। স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যারা এখানে এসেছে তাদের জীবন সংগ্রাম আর কষ্ট দেশের মানুষ কখনও কল্পনার মধ্যেও আনতে পারবেনা। একদিকে পড়াশুনার চাপ, বিপুল পরিমাণের টিউশন ফি দেওয়ার চিন্তা, থাকা খাওয়ার খরচের চিন্তা আর পার্ট টাইম কাজ করার ধকল - যে কাজগুলি বেশিরভাগই অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম জনিত। ক্লান্ত বিধ্বস্ত ছেলেটি বা মেয়েটিকে দিনের শেষে বাসায় ফেরার পর নিজের খাওয়ার জন্য রান্নার কাজটিও নিজেকেই করতে হয়। সুতরাং সেই ছেলে বা মেয়েটির এখানকার ফুল পাখি দেখার অবসর অথবা মানসিকতা থাকেনা, সর্বোপরি বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয় স্বজন ছেড়ে আসার নিদারুণ কষ্ট বুকের মধ্য গুমরে মরে।

মহা-পরিশ্রমের কাজ গাড়ি পরিষ্কার করা

অস্ট্রেলিয়াতে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এর অন্যতম কারণ এই সুবাদে দেশটি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিতে পারে। আর বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বৃটিশ কাউন্সিল গুলো বিভিন্ন ইংরেজী শিক্ষা ও 'আই ইএল টি এস' কোর্স এবং ফি বাবদ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়ে নিচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ছেলেমেয়েরা সুন্দর জীবন গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেদারসে পয়সা খরচ করে যাচ্ছে। আশা এই যে , একদিন সেই দেশটির স্থায়ী বাসিন্দা হবে , ভাল চাকরী পাবে। কিন্তু প্রথম আশাটি পূরণ হলেও দ্বিতীয় আশাটি বেশিরভাগ

ক্ষেত্রেই পূরণ হয়না, তখন মনে হয় এত পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে লাভ কি হলো?

স্থায়ী বাসিন্দা বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সী নিয়ে যারা এসেছে তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু সমস্যা হল পেশাগত বা মনের মত কাজ পাওয়া যায়না কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। সবাইকেই করতে হয় অড্ জব । এই অড্ জব গুলো পাওয়া যায় হোটেল রেস্টুরেন্টে, শপিং সেন্টারে অথবা কল কারখানায়। দেখা যায় বেশিরভাগ কাজগুলি ৭/৮ ঘন্টা টানা দাঁড়িয়ে থেকে করতে হয় এবং কুলি মজুরের মতই দৈহিক শ্রম দিতে হয় ।

সুউচ্চ ভবনে জানালার কাঁচ পরিষ্কার, গোরা চামড়ার দেশে এটি একটি ঝুঁকিপুর্ণ পেশা। তবুও হপ্তান্তে ডলার আসছে, চোখে কত স্বপ্ন!

যে ভদ্রলোকটি ছেড়ে এসেছে দেশের কোন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদের চাকরীটি তার জন্য বোধ করি প্রবাসে এসে এ ধরনের কাজ মেনে নেওয়া কষ্টকর । কিন্তু উপায় বা কি? মোটামুটি একটি সম্মানজনক অফিসিয়াল বা ক্লারিকাল কাজ পাওয়ার জন্য বহু মানুষ দিনের পর দিন বিভিন্ন রকম কোর্স এবং পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে বলে খুব একটা শোনা যায়না। এখানে একটি জনপ্রিয় অড্ জব রয়েছে আর তা হল ট্যাক্সী ক্যাব চলানো। জনপ্রিয় হওয়ার প্রথম কারণ প্রচুর অর্থ রোজগার করা যায় এবং দ্বিতীয় কারণ পেশাগত স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু প্রথমে এসে ইচ্ছে করলেই এ কাজটি আপনি করতে পারবেন না, ধাপে ধাপে লাইসেন্স নিতে অপেক্ষা করতে হয় কয়েক বছর।

ফর্সা-ফক্-ফকা রমনীরা কতরকম আমদে হাসছে। সুখ ওদের পোষ্য

এখানে এসে ভেবেছিলাম চারিদিকে শুধু দেখতে পাব লাল মুখো সাহেব আর মেম সাহেবদের, কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম অসংখ্য নাক বোঁচা চোখ ছোট চায়নীজ কোরিয়ান ভিয়েতনামী মানুষের ভিড়। তাদের নিজস্ব ভাষায় দু তিনটি সংবাদপত্র এই সিড্নী শহর থেকেই বের হয়। অনেক দোকান পাটে ইংরেজীর বদলে তাদের ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড শোভা পাচ্ছে। এছাড়াও

এখানে রয়েছে লেবানিজ, টার্কিজ, গ্রীক, ইন্ডিয়ান, ফিজিয়ান , বাংলাদেশী আর একেবারে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের কিছু আফ্রিকান। এদের ভিড়ে আসল অস্ট্রেলিয়ানদের দেখা পাওয়া ভার। তবে ঢাকার গুলশান বনানীর মত কিছু অভিজাত এলাকায় এই সাহেব সুবারা থাকেন আর অত্যন্ত অবহেলা ভরে আমাদের মত ভাগ্য অন্বেষণে আসা মাইগ্রান্ট লোকজনের দিকে তাকায়। রাজধানী ঢাকায় কাজের আশায় গ্রাম থেকে সদ্য আসা মানুষজনের দিকে নগরবাসীরা যে ভাবে তাকায়।

এইসব অবহেলা আর উপেক্ষা গায়ে মাখেনা মাইগ্রান্ট মানুষেরা। ভাবে আমাদের জীবনটা উৎসর্গ করছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে, একদিন আমাদের সন্তানেরা এ দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করবে, সম্মানজনক চাকরি বাকরি করবে, স্বচ্ছল সুন্দর সুখী জীবন যাপন করবে।

হয়তো তাই। কিন্তু আমাদের সন্তানেরা ভুলে যাবে নিজ ভাষা, সংস্কৃতি,ধর্ম - সবকিছু। বড় হয়ে একটি বয় ফ্রেন্ড বা গার্ল ফ্রেন্ডের হাত ধরে ‘ হাই ড্যাড্- - হাই মাম্ - বাই’ বলে আপনার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে— দৃশ্যটি আপনার জন্য বোধকরি সুখকর হবেনা।

একবার কল্পনায় ভাবুন তো আমাদের বাংলাদেশের কথা । আহা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত কি অপূর্ব একটা দেশ! কি সমৃদ্ধ এর ভাষা সঙ্গীত আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য! কিছু আদর্শচ্যুত, ক্ষমতালোভী, অসৎ, পরিকল্পনাবিহীন শাসক আর নেতার জন্য দেশটি ক্রমশঃ অনিশ্চয়তা আর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচার জন্য, নিরাপদ জীবন যাপনের উদ্দ্যেশ্য পরবাসে পাড়ি জমাচ্ছি আমরা হাজার হাজার মানুষ। পেছনে ফেলে আসছি আমাদের দুঃখিনী মাকে।

আমি একটি বুক বাইন্ডিং ফ্যাক্টরীতে চাকরী (কাজ) করি। বিভিন্ন ধরণের মেশিন অপারেট করতে হয়। আমি লেখক মানুষ, প্রতিদিন অসংখ্য বই নাড়াচাড়া করি, ভাললাগারই কথা। কিন্তু জানা ছিলনা বই এর মলাটগুলি এত তীক্ষ্ণ আর ধারাল হয়। মাঝে মাঝে হাত কেটে রক্তাক্ত হয়। চারিদিকে মেশিনের তীব্র শব্দ। বুকের মাঝে

আয় মানিক, আমার বুকে ফিরে আয়, কতদিন তোকে আমি দেখিনি, কবে আসবি বল? বড় অসুস্থ আমি, তবুও শুধু তোর পথপানে চেয়ে আমি আজো বেঁচে আছি। ওরে আয়, ছুটে আয় মা’য়ের কোলে।

রক্ত ঝরে অবিরল। দেশের কথা মনে হয়, মার কথা মনে হয়। মাগো, আমার এই কষ্টার্জিত অর্থ থেকে তোমার জন্য চিকিৎসা খরচ পাঠাব আর তোমার পরনের ঐ ছেঁড়া শাড়ি পাল্টে ফেলে একটা নতুন শাড়ি কিনে নিও। আমি জানি এর পরও তুমি বলবে- আমার এসব কিছু লাগবেনা বাপ, কতদিন দেখিনা তোকে, তুই শুধু আমার বুকে ফিরে আয় মানিক।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ০৯/০২/২০০৬